



145214 - ভাড়াটিয়ার কাছে পাওনা ভাড়ার বদলে ভাড়াটিয়ার ফলে যাওয়া জনসিপত্র কি গ্রহণ করা যাবে?

প্রশ্ন

আমার ভগ্নপিতরি ফ্ল্যাট আছে। দুই যুবক তার কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছে। কিন্তু, বশেরিভাগ মাসে তারা ভাড়া পরিশোধ করে না। সম্প্রতি তাদের একজন গ্রফেতার হয়েছে। অন্যজনের কাছে আমার ভগ্নপিতা ভাড়া চাইতে গেলে সে বলে তার কোন দায়িত্ব নেই এবং সে কোন অর্থ পরিশোধ করেনি। আমার ভগ্নপিতা তাকে বাসা থেকে তাড়িয়ে দিয়ে এবং সেখানে একটা টেলিভিশন ও একটা রসিভার পয়ে সেগুলো নজিরে বাসায় নিয়ে আসে। তিনি টেলিভিশনটি বিক্রি করে দিতে চান এবং ভাড়ার বদলে উক্ত অর্থ গ্রহণ করতে চান। এর বধিান কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

এ মাসয়ালাটি ফকিহবদি আলমেদরে নকিট مسألة الظفر নামে পরিচিতি। এ মাসয়ালা দ্বারা উদ্দেশ্য হল— যদি কোন জালমিরে কাছে আপনার কোন পাওনা থাকে; কিন্তু আপনি তার থেকে উক্ত পাওনা আদায় করতে না পারেন, তবে আপনি তার থেকে কোন জনসি জব্দ করতে পারলেন সক্ষেত্রে উক্ত জনসি থেকে আপনি আপনার পাওনা পরিমাণ গ্রহণ করা কি জায়যে হবে; নাকি হবে না?

এটি আলমেদরে মাঝে মতভেদপূর্ণ বিষয়: কউে কউে জায়যে বলছেন। কউে কউে হারাম বলছেন। আর কউে কউে শর্তসাপেক্ষে জায়যে বলছেন।

[দখুন: আল-খরিশরি রচিতি ‘শারহু মুখতাসারি খলিলি’ (৭/২৩৫), ‘আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা’ (৫/৪০৭), ‘তারহুত-তাছরিবি’ (৮/২২৬-২২৭), ‘ফাতহুল বারী’ (৫/১০৯) ও ‘আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া’ (২৯/১৬২)]

শাইখ বনি জবিরীন (রহঃ) বলেন:

এর অবস্থা ব্যক্তভিদ্বে ভিন্ন ভিন্ন হবে: যদি জানা যায় যে, লোকটি বপেরোয়া, অস্বীকারকারী ও বনি ওজরে টালবাহানাকারী তাহলে জায়যে হবে। আর যদি এক্ষেত্রে কোন প্রকার সংশয় থাকে তাহলে সংশয়ের কারণে হারাম বলা হবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।[সমাপ্ত]



শাইখরে ওয়েবসাইটে থেকে:

<http://ibnjebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=9518&parent=786>

ইতিপূর্বে 27068 নং প্রশ্ননোত্তরে মজলুমের জন্য তার প্রাপ্য পাওনা কোনরূপ বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জালমিরে কোন সম্পদ জব্দ করতে পারলে সেটো থেকে গ্রহণ করা জায়যে মরমরে অভিমতটিকে অগ্রগণ্যতা দেওয়া হয়েছে।

সুতরাং বাসার মালকিরে জন্য ভাড়া বাবদ পাওনা যদি কোনরূপ সংশয় ও বাদানুবাদ ব্যতিরেকে ভাড়াটীয়া থেকে সাব্যস্ত হয় তাহলে ভাড়ার পরিমাণ অর্থ ভাড়াটীয়ার সম্পদ থেকে গ্রহণ করতে কোন বাধা নাই।

পক্ষান্তরে, উভয় পক্ষের মাঝে যদি ভাড়া নিয়ে বাদানুবাদ থাকে তাহলে এ বাদানুবাদ নরিসনের ফয়সালা করবনে বচিরক।

দুই:

আমরা জায়যে হওয়ার পক্ষে অভিমত দিচ্ছি ঠিকি; তবে ভাড়াদাতার জন্য এ টেলিভিশন কথিবা এ রসিভির হারাম কাজে ব্যবহার করা জায়যে হবে না। যমেন- য়ে সব সনিমো ও সরিয়াল দেখো হারাম, য়েগেলো দেখো মাধ্যমে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করছে, য়েগেলোর কারণে মুসলমানদরে বাসাবাড়িতে অনিষ্ট ছড়িয়ে পড়ছে; এমন কিছু দেখো মাধ্যমে আল্লাহর অবাধ্যতার পথে এগলোকে ব্যবহার করা কথিবা এমন কারো কাছে বিক্রি করা যার ব্যাপারে প্রবল ধারণা হয় য়ে, সে ব্যক্তি হারাম কাজে এটিকে ব্যবহার করবে।

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১৩/১০৯) এসছে- “প্রত্যকে য়ে জনিসি হারাম ক্ষত্রে ব্যবহৃত হয় কথিবা প্রবল ধারণা হয় য়ে, তা হারামের ক্ষত্রে ব্যবহৃত হবে সেটো উৎপাদন করা, আমদানি করা, বিক্রি করা ও বাজারজাত করা হারাম।”[সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

“টেলিভিশন যদি এমন ব্যক্তির কাছে বিক্রি করা হয় যিনি এটাকে বৈধভাবে ব্যবহার করবনে; যমেন—এর মাধ্যমে এমন সব ফিল্ম দেখাবনে য়েগেলো দেখে মানুষ উপকৃত হয়; তাহলে এতে কোন আপত্তি নাই। পক্ষান্তরে, যদি সর্বস্তরে মানুষের কাছে টেলিভিশন বিক্রি করা হয় তাহলে সে ব্যক্তি গুনাহগার হবে। কেননা অধিকাংশ মানুষ টেলিভিশনকে হারাম কাজেই ব্যবহার করে। নিঃসন্দেহে টেলিভিশনে যা কিছু দেখানো হয় এর কিছু আছে মুবাহ বা বৈধ শ্রণীয়। কিছু আছে উপকারী। আর কিছু আছে হারাম ও ক্ষতিকর। অধিকাংশ মানুষ কোনটা উপকারী ও কোনটা ক্ষতিকর সেটো পার্থক্য করতে পারে না।”[আল-লক্বা আস্-শাহরি (১/৪৯) থেকে সংক্ষিপ্ত ও সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।